



বৃহত্তর ঐক্য ও দোয়া: মুসলিম উম্মাহর রক্ষাকবচ

[০৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্ত) ইসলামাবাদের
মুবারক মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার একাংশ]

বৃহত্তর ঐক্য ও দোয়া: মুসলিম উম্মাহর রক্ষাকবচ

[০৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের
(টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে
সৈয়্যদনা আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্বা মাসরুর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত
জুমুআর খুতবার একাংশ]

বৃহত্তর ঐক্য ও দোয়া: মুসলিম উম্মাহর রক্ষাকবচ



গ্রন্থস্বত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.
প্রকাশনায়	আহমদিয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.)
ভাষান্তর	মরকযী বাংলা ডেস্ক, ইউ. কে.
প্রকাশকাল	১ম প্রকাশ: মার্চ ২০২৬
সংখ্যা	৫০০০ কপি
মুদ্রণে	ইন্টারকন এসোসিয়েটস্ ৪৫/এ, নিউ আরামবাগ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

**Unity and Prayers:
The Shield of The
Ummah**

(A part of the Friday Sermon
06 March 2026)

**বৃহত্তর ঐক্য ও দোয়া:
মুসলিম উম্মাহর রক্ষাকবচ**

(০৬ মার্চ ২০২৬ তারিখের
জুমুআর খুতবার একাংশ)

by

Hazrat Mirza Masroor Ahmad^(aba.)
Khalifatul Masih (V)

1st Published in Bangladesh in March 2026

Translated into Bangla by
Markazi Bangla Desk, U. K.

Published by

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh

© Islam International Publications Ltd., U. K.

ISBN 978-984-991-299-6

ভূমিকা

বিশ্ব এখন মহা দুর্যোগময় এক সময় অতিক্রম করছে। মানবতা আজ হুমকির সম্মুখীন। বিশ্ব-সংকট প্রত্যহ নতুন নতুন বিপদের রূপধারণ করছে। মানব সভ্যতা আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি। অবস্থা দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে আর নির্মল মানবচিত্ত এক ঐশী মুক্তিদাতার আগমনের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে।

এখানে আমরা আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্ব-প্রধান হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-এর পথনির্দেশনা উপস্থাপন করছি। মধ্যপ্রাচ্যে যে দানবীয় অসভ্যতা চলছে তার বিরুদ্ধে বিশ্বমানবতা ও বিবেক জাগ্রত হওয়া আবশ্যিক। এক্ষেত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেসের বর্তমান বক্তব্যটি একটি দিকনির্দেশনামূলক আলোকবর্তিকা। আমরা আশা করি, জুমুআর খুতবার সংশ্লিষ্ট এ অংশটি পাঠ করার পর এটি আরো স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হবে। এর আগেও যুগ-খলীফা এ বিষয়ে যে-সব বক্তব্য প্রদান করেছেন সেগুলোও প্রণিধানযোগ্য ও জানার দাবি রাখে।

এটি আমাদের আন্তরিক দোয়া, এখানে উল্লিখিত দিকনির্দেশনা যেন মানবজাতির এ ভয়াবহ বিপদের দিনে পথপ্রদর্শনের এক উৎস হয়। সবাই যেন ন্যায় ও বিনম্রতার নীতির ওপর আমল করে আর খোদা তা'লার দিকে অবনত হয়। মানবজাতি যেন এক স্থায়ী শান্তির আশিস লাভ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সুমতি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্ব আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

আলহাজ্ব আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মার্চ ২০২৬

বৃহত্তর ঐক্য ও দোয়া: মুসলিম উম্মাহর রক্ষাকবচ

[০৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের
মুবারক মসজিদে সৈয়দনা আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার একাংশ]



মহানবী (সা.) যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো— এক ও
অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর
তওহীদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো, আল্লাহর বান্দাদের অধিকার আদায় করা এবং অভিন্ন
জাতিসত্তা হিসেবে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু আজ আমরা মুখে
কলেমা পাঠ করার এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’— এই বিশ্বাস পোষণ
করার দাবি করলেও বাস্তবে আমরা বহুধা বিভক্ত; আমাদের মাঝে কোনো ঐক্য নেই।



যে মহান শিক্ষার ধারক-বাহক হবার দাবি আমরা করি, আমাদের কর্মের সাথে তার কোনো মিল নেই। মুসলিম বিশ্বের বর্তমান গভীর উদ্বেগজনক অবস্থা এরই ফলাফল বইকি। অথচ অনেক মুসলিম দেশের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিভূবৈভব রয়েছে; তা সত্ত্বেও বিশ্বশক্তির দরবারে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো মর্যাদা নেই। ধর্মের উন্নতির জন্য তাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা দেখা যায় না এবং ইসলামী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যে ত্যাগ ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তা-ও পরিলক্ষিত হয় না। এর ফলাফল অত্যন্ত স্পষ্ট—অন্যরা এ সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। একথা আমি আগেও বহুবার বলেছি।

অতএব মুসলিম সরকার, রাজনীতিবিদ ও রাজতন্ত্রগুলোর উচিত নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পরিবর্তে মিল্লাতে ইসলামিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো। তবেই আমরা বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবো, নিজেদের সম্মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারব এবং ইসলাম-বিরোধী অপশক্তিগুলোকে আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে পারব। এ উদ্দেশ্যে আমাদের এটিও ভাবা উচিত যে, এই যুগে আল্লাহ তা'লা (উম্মতের কল্যাণে) কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কোন সেই ঐশী ব্যবস্থা রয়েছে যার সাথে সম্পৃক্ত হলে বা যাকে গ্রহণ করলে আমরা বর্তমান বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হতে পারি? সেই ঐশী ব্যবস্থা হলো—তিনি এই যুগে উম্মতের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির জন্য প্রতিশ্রুত মসীহকে প্রেরণ করেছেন।

সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে গুরুত্বের সাথে চিন্তা করা উচিত। ইসলামী দেশ ও সাধারণ মুসলমানরা যদি বিষয়টি নিয়ে ভাবেন, তবেই তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দেওয়া ষড়যন্ত্রমূলক নৈরাজ্য ও অশান্তি থেকে রক্ষা পাবেন। যাহোক, আহমদী আমাদের প্রচেষ্টা ও দোয়া হলো— আল্লাহ তা'লা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করুন এবং বর্তমানে তারা যে নৈরাজ্য ও অত্যাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, তা থেকে তাদের রক্ষা করুন।

বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি দীর্ঘকাল ধরে সতর্ক করে আসছি। গুরুত্ব মনে করা হতো, কেবল ইউরোপ বা পশ্চিমা দেশগুলোই এই অস্থিরতার মূল কারণ। তারা অবশ্যই দায়ী, কিন্তু মুসলিম দেশগুলোও এর দায় এড়াতে পারে না। এ উদ্দেশ্যে পশ্চিমা শক্তিগুলো প্রথমে ইসলামী দেশগুলোতে অস্থিরতা-অশান্তি সৃষ্টি করেছে এরপর অগ্নিতে ঘৃত ঢেলে ধীরে ধীরে তা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এর নেপথ্যে তাদের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। তারা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দখল ও নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আর নিজেদের ব্যবহারার্থী আনতে চায়। আমি পূর্বেই বলেছি অনেক আরব দেশের অগাধ ধনসম্পদ থাকলেও পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের পদানত করে রেখেছে। যে কথাগুলো আমি বাইরের লোকদের ও আপনজনদের সামনে বলে আসছি আজ সেই দীর্ঘদিনের আশঙ্কাই বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, দাজ্জালী অশুভ শক্তিগুলো কখনোই মুসলমানদের শান্তি ও স্বস্তিতে দেখতে চায় না; মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা জিইয়ে রাখাই তাদের মূল এজেন্ডা। যে-সব আরব দেশে তেল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, পশ্চিমা শক্তিগুলো দীর্ঘকাল ধরে তাদের এই বলে ধোঁকা দিয়ে আসছে যে, আমরা শান্তি রক্ষার জন্য তোমাদের সাথে চুক্তি করছি। কিন্তু বাস্তবে তাদের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন, যা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

তাই আজ আমাদের প্রধান কাজ হলো মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে বিনীত হওয়া এবং মুসলিম বিশ্বের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা, এটি এখন যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সামনে আসে, তাহলো আমেরিকা অনেক মুসলিম দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। প্রশ্ন জাগে— কেন? এগুলো কি সত্যিই সেই দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য? এই আরব দেশগুলোর জন্য হুমকি আসলে কার পক্ষ থেকে ছিল? বাস্তবে এই অপশক্তিগুলো নিজেরাই ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এক অলীক ধারণার জন্য দিয়েছে যে, ‘তোমরা বিপন্ন, তাই তোমাদের সুরক্ষার জন্য

বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি
দীর্ঘকাল ধরে সতর্ক করে আসছি।
শুরুতে মনে করা হতো, কেবল
ইউরোপ বা পশ্চিমা দেশগুলোই
এই অস্থিরতার মূল কারণ। তারা
অবশ্যই দায়ী, কিন্তু মুসলিম
দেশগুলোও এর দায় এড়াতে পারে
না। এ উদ্দেশ্যে পশ্চিমা শক্তিগুলো
প্রথমে ইসলামী দেশগুলোতে
অস্থিরতা-অশান্তি সৃষ্টি করেছে
এরপর অগ্নিতে ঘৃত ঢেলে ধীরে
ধীরে তা এক দেশ থেকে অন্য
দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের সামরিক ঘাঁটি প্রয়োজন!’
অথচ যাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের
প্রকৃত আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে,
তাদের বিরুদ্ধে এই শক্তিগুলো
কখনোই অস্ত্র ধরবে না। অথবা
মুসলমানদের এই বলে প্রলুব্ধ করা
হয়েছে যে, ‘আমাদের ঘাঁটি স্থাপনের
সুযোগ দিলে আমরা তোমাদের স্বার্থ
রক্ষা করব এবং বাণিজ্যের পথ সুগম
করে দেবো।’ প্রকৃতপক্ষে অত্যাধিকার
নিজেদের বিরোধী শক্তিগুলোর
মোকাবিলায় নিজেদের উপস্থিতির দৃঢ়
ভিত বজায় রাখাই ছিল তাদের মূল
উদ্দেশ্য। আরব দেশগুলোর যদি
কোনো বিপদ থেকেও থাকে, তবে তা
এই পরাশক্তিগুলোরই সৃষ্টি; অন্যথায়

মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে তেমন কোনো গুরুতর সংঘাতের কারণ ছিল না।

মূলত, এই পরাশক্তিগুলো এই অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার হীন
উদ্দেশ্যে এসব ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তারা মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের ওপর
নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দিতে চায়। ইরান বরাবরই তাদের চক্ষুশূল, আর কিছু
মুসলিম দেশও ধর্মীয় মতভেদের বাতাবরণে ইরানের বিরোধী- পরাশক্তিগুলো এই
বিভেদকেই লুফে নিয়েছে। যেহেতু ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের অবস্থান
তুলনামূলকভাবে অনমনীয়, তাই তারা আরব দেশগুলোকে বশীভূত করে সেখানে
সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের ফন্দি আঁটে যাতে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
অধিকন্তু ইরানকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখার জন্যও তাদের উপস্থিতি আবশ্যিক। এর স্বাভাবিক
ফলাফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি— এসব ঘাঁটির উপস্থিতির কারণেই আরব
দেশগুলোর ওপর হামলার আশঙ্কা ছিল, তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে এবং তাদের
অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তেল সম্পদ ও পর্যটন খাতের ওপর এর মারাত্মক
নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে লাভবান হয়েছে মূলত ওই
পরাশক্তিগুলোই আর ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। যখন যুদ্ধ হয় এবং
অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপক্ষও পালটা আঘাত করে এবং

অন্যদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা করে। যেহেতু তারা ইরানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাই ইরানও সেটিই করেছে যা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আরব দেশগুলোতে অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে এবং সেগুলো ধ্বংস করেছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

একজন আরব সাংবাদিক সম্প্রতি লিখেছেন যে, আরবদের সতর্ক থাকা উচিত; কারণ যে-সব হামলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে— ইরান করছে, তা বাস্তবে ইরান করছে না; এগুলো হয়ত আমেরিকা বা ইসরায়েল নিজেরাই ঘটচ্ছে। শুরুতে ইরান কিছু হামলা করলেও, পরবর্তীতে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা নিজেরাও এমন নাশকতা করে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কিছু হামলার দায় ইরান অস্বীকারও করেছে। সেই সাংবাদিক এমনও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, হতে পারে একসময় আমেরিকা ও ইসরায়েল এই যুদ্ধ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নেবে আর মুসলিম বিশ্ব নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকবে— যা মূলত তাদের আকাঙ্ক্ষা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ইরাক যুদ্ধের সময়ই সতর্ক করেছিলেন যে, এই বিশৃঙ্খলা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। হায়! মুসলিম বিশ্ব যদি এটি উপলব্ধি করত! পর্যালোচনা করে দেখুন, ইরাক যুদ্ধের পর এক এক করে অন্যান্য মুসলিম দেশেও অশান্তি ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা হয়েছে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। (অর্থাৎ) অন্যান্য মুসলমান দেশেও ক্রমাগত অশান্তি দেখা দেয়, যা কেউ অস্বীকার



ইরান হামলায় অগ্নিকাণ্ডের ছবি

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে
(রাহে.) ইরাক যুদ্ধের সময়ই
সতর্ক করেছিলেন যে, এই
বিশৃঙ্খলা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে
পড়বে। হায়! মুসলিম বিশ্ব যদি
এটি উপলব্ধি করত! পর্যালোচনা
করে দেখুন, ইরাক যুদ্ধের পর এক
এক করে অন্যান্য মুসলিম দেশেও
অশান্তি ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা
হয়েছে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি
করা হয়েছে। (অর্থাৎ) অন্যান্য
মুসলমান দেশেও ক্রমাগত অশান্তি
দেখা দেয়, যা কেউ অস্বীকার
করতে পারবে না।

করতে পারবে না। আমরা জানি, আজ
অনেক মুসলিম দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে
লড়ছে। আমি যেভাবে বললাম, এই
অস্থিরতা পশ্চিমা বিশ্বেরই সৃষ্ট, যা
থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না—
একমাত্র আল্লাহ তা'লার বিশেষ নিয়তি
প্রকাশ পেলে ভিন্ন কথা। তবে এর জন্য
মুসলমানদের নিজেদেরও চেষ্টা করতে
হবে। এর জন্য আমাদের সার্বক্ষণিক
দোয়া করে যেতে হবে যেন আল্লাহ
তা'লা মুসলিম বিশ্বকে এই অশান্তি ও
নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করেন এবং নিরাপদ
রাখেন। মুসলিম বিশ্ব এবং
মুসলমানদের উচিত, তারা যেন
শান্তিপ্রিয়ভাবে ও পরস্পর ভাই ভাই
হয়ে জীবন অতিবাহিত করে- এটাই
ইসলামী শিক্ষা। তারা একে অন্যের

রক্তপাত ঘটাবে এটি কাম্য নয়।

সুতরাং অন্যায়-অবিচার থেকে আপন-পর সবাইকে নিবৃত্ত রাখা এবং সতর্ক
করাই আমাদের কাজ আর দীর্ঘকাল থেকে আমরা এ কাজ করে আসছি। বর্তমানে
যেভাবে জুলুম বাড়াচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে একটি বড়ো আকারের বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন।
কোনো কোনো পশ্চিমা বিশ্লেষক তো বলছেনই যে, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে; আমিও
মনে করি তা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও যদি মুসলিম বিশ্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয়
দেয়, সচেতন হয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং পরস্পর সহমত হয়, তাহলে তারা
এখনও দাজ্জালের নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখুন! (বিশ্ব) এখন অনেক বড়ো বিপর্যয়ের
সম্মুখীন। যেমনটি আমি আগেও বলেছি, প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করছে
আর যখন চরম পর্যায়ে স্বার্থপরতা মাথায় ভর করে তখন মানুষ আর অন্য কিছু
চিন্তা করে না, কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবে। অতএব আমাদের এটি দেখতে হবে,
বিশ্বে যদি অশান্তি কমাতে হয় তবে কেবল নিজের অধিকার আদায় করে তা সম্ভব নয়
বরং অধিকার প্রদান করতে হবে।

মুসলিম বিশ্ব যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করে তবে পশ্চিমা ও পরাশক্তিগুলোর মাঝে বিদ্যমান তাদের শুভকাজক্ষীদের বলতে হবে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদেরকেও কিছু অধিকার ছাড়তে হবে। সত্য কথা হলো, অধিকার ছাড়া দূরের কথা— তারা তো নিজেরাই অন্যদের অধিকার হরণ করেছে। তাদেরকে এটি বোঝাতে হবে যে, তোমাদেরকেও ন্যায়নীতির পন্থা অনুসরণ করতে হবে, কেবল তবেই আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব। এর জন্য আমি দীর্ঘকাল ধরে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি— যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। যে-সব লোক তখন আমার কথা শুনে বলত, ‘আপনি বিশ্ব সম্পর্কে চরম হতাশাজনক কথা বলেন, নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, বিশ্ব এক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে!’ আজ তারা নিজেরাই বলতে শুরু করেছে, কয়েক বছর আগেও যে বিষয়টিকে আমরা অসম্ভব বলে মনে করতাম, এখন সেই বিষয়টিই সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে আর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকা ও ইউরোপে বসবাসকারী তাদের নিজেদের বিশ্লেষকরাই এখন একথা লিখতে শুরু করেছে, বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি আর এটি বাড়তেই থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এরা নিজেদের অন্যায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপচেষ্টা অব্যাহত রাখবে ততক্ষণ এ আশঙ্কা হ্রাস পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এখন মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ হচ্ছে, বাহ্যত এই যুদ্ধ আমেরিকার ইরানের ওপর হামলা করার মাধ্যমে শুরু করেছে; কিন্তু ইরান আগেই স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, আমাদের ওপর যদি হামলা হয়, তবে আরব দেশগুলোতে বিদ্যমান আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিতে আমরা হামলা করব যা তারা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছে আর এখন সেই উদ্দেশ্য তারা চরিতার্থও করেছে— ইরান পুনঃপুন এটি স্পষ্ট করেছে। যুদ্ধ শুরু হলে ইরানের ওপর বোমাবর্ষণ করা হয়, তাদের শহরগুলোকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করা হয়, নিরীহ জনগণ এবং শিশুদের হত্যা করা হয়, তাদের আধ্যাত্মিক নেতার বাসভবনে হামলা চালানো হয়, তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের জীবনাবসান ঘটানো হয়। এই অপশক্তিগুলোর ধারণা ছিল এবং তারা এই স্লোগান দিত যে, আমরা এই ‘রিজিম’ বা শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটালে ইরানিরা স্বাধীনতা লাভ করবে! কিন্তু (বাস্তবে) এর ফলাফল ভিন্ন প্রকাশ পেয়েছে। যারা কিছুটা বিরোধিতা করত, তারাও এখন তাদের পক্ষে এসে গেছে। আর (তাদের মতে) তাদের নেতা খামেনাই সাহেব, শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন, আর একারণে জাতির কাছে তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর সন্তানদের সহ পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। অতএব অন্যায় অবিচারের মাধ্যমে শাসক পরিবর্তনের পরিকল্পনা সফল হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখন মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ হচ্ছে,
বাহ্যত এই যুদ্ধ আমেরিকার
ইরানের ওপর হামলা করার মাধ্যমে
শুরু করেছে; কিন্তু ইরান আগেই
স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল,
আমাদের ওপর যদি হামলা হয়,
তবে আরব দেশগুলোতে বিদ্যমান
আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিতে
আমরা হামলা করব যা তারা
কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপন
করেছে আর এখন সেই উদ্দেশ্য
তারা চরিতার্থও করেছে- ইরান
পুনঃপুন এটি স্পষ্ট করেছে।

যাহোক, ইরানও প্রতিক্রিয়া
দেখিয়ে আরব দেশগুলোতে অবস্থিত
পশ্চিমা ও আমেরিকান ঘাঁটিগুলোতে
হামলা করেছে। এছাড়া তেলের
খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল বা এমন কিছু স্থানও
রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমেরিকা
এই হুমকি দিতে আরম্ভ করে যে, ইরান
যদি সৌদি আরবের অমুক তেলসমৃদ্ধ
এলাকায় আক্রমণ করে, তাহলে
আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। কিছু
জায়গার সম্পর্কে বলেছেও যে, ইরান
হামলা করেছে, তাই আমরা এই
পালটা ব্যবস্থা নেব। এর উত্তরে ইরান
স্পষ্ট করেছে, আমরা এমন জায়গায়
কোনো আক্রমণ করি নি আর
আমাদের এমন হামলার পরিকল্পনাও
নেই। মুসলমানদের হৃদয়ে মুসলমানদের

বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করার এটি আরেকটি ষড়যন্ত্র। যুদ্ধ তো আগে থেকেই হচ্ছে,
এমন কথা বলে এই ঘৃণাকে কেবল আরও উসকে দেবারই একটি অভিসন্ধি এটি।
আমি পূর্বেই একজন সাংবাদিকের বিবৃতি উপস্থাপন করেছি। তিনি বলেছেন, হতে
পারে, এরা নিজেরাই ক্ষতিসাধন করে ইরানের ওপর দোষ চাপিয়ে দেবে।

যেমনটি আমি বলেছি, এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত সচেতন
পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আহমদীরা অন্তরে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও নিরুপায়, আমরা
(আহমদীরা) অপারগ। কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারি, তাদের জন্য দোয়া
করতে পারি এবং একথাটি বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি যে, যা-ই হচ্ছে তা অন্যায়
হচ্ছে। মুসলমান সরকারগুলো যদি এখনও বিষয়টি অনুধাবন করে, কেবল নিজেদের
রাষ্ট্রীয় স্বার্থই না দেখে বরং মুসলিম উম্মাহের স্বার্থকে অগ্রগণ্য করে আর কোনো
প্রকার বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত না হয় তাহলে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব।
মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর কথাই ধরুন, যদিও তাদের কয়েকটির কাছে তো
সম্পদ রয়েছে, কিন্তু না আছে তাদের প্রতিরক্ষামূলক সক্ষমতা, আর না তাদের শিল্পের
বিকাশ ঘটছে। কেবল তেলের সম্পদ দিয়ে বা কোনো কোনো জায়গায় পর্যটন শিল্পের

প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হতে পারে না। তারা শতভাগ নির্ভর করে পশ্চিমা বিশ্ব ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর ওপর। যেমনটি আমি বলেছি, তাদের এ দুর্বলতার সুযোগকে লুফে নিয়ে পশ্চিমা শক্তিগুলো সেখানে নিজেদের (সামরিক) ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এরপর যখন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয় তখন ইরানও আরব দেশগুলোর ওপর আক্রমণ করে। বাস্তবে আরব দেশগুলোর ওপর হামলা করে নি, বরং মার্কিন ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য বানিয়েছে। কিন্তু এখন আরবদের এটি বুঝানো হচ্ছে যে, ‘তোমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে’। এটি স্পষ্ট যে, এখন এই যুদ্ধ এক ভয়ঙ্কর রূপধারণ করেছে। ইরানের পক্ষ থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করা হচ্ছে, সেগুলোকে ইন্টারসেস্ট (বা মাঝপথে ধ্বংস) করার জন্য আমেরিকানরা নিজেদের একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে বটে, কিন্তু বিশ্লেষকরা এখন একথা লিখছেন, ইরান যদি পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটি মিসাইল নিক্ষেপ করে, সেটিকে অকেজো করতে যা ব্যয় হয় অর্থাৎ যে মিসাইলগুলো সেটি প্রতিহত করে তার মূল্য কয়েক মিলিয়ন ডলার। কোনো কোনো বিশ্লেষক লিখছেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমেরিকা, কিন্তু এটি নিছক একটি ধারণা মাত্র। এ শক্তিগুলো আগে থেকেই প্রতিটি জিনিসের হিসাব কষে নেয় এবং পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করে। তারা পূর্ব থেকেই সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছে। আমি মনে করি না, এরা নিজেরা এই ঘটতি পূরণ করবে বরং তারা এই অর্থ আরব দেশগুলোর কাছ থেকেই এই অযুহাতে আদায় করবে যে, ‘আমরা তোমাদের সুরক্ষা করছি’। একদিকে তাদের তেলের কূপগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তেলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে; অন্যদিকে



লেবাননের বৈরুতে নতুন করে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী

তাদের এই ক্ষতিও পূরণ করতে হবে। এর ফলে তাদের রিজার্ভ অনেক কমে যাবে বা ফুরিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত আরব বিশ্বের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোরও কিছু ক্ষতি হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আরব বিশ্ব। এই বিষয়টি তাদের এখনই বোঝা উচিত।

এখন আমরা দেখছি, আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার পূর্ববর্তী সরকারগুলোর নীতিকেই বাস্তবায়ন করছে। এটি কেবল বর্তমান সরকারের নীতি নয়; বরং তাদের নীতি সবসময় এটিই ছিল অর্থাৎ যেখানে মন চায় সেখানকার সম্পদ জবরদখল করে নাও এরপর সেটিকে বৈধতা দেয়ার জন্য এ মর্মে (খোঁড়া) যুক্তি দাঁড় করাও যে, অমুক কারণে বা তমুক কারণে এটি করা হয়েছে। লজ্জাস্কর বিষয় হলো, আমেরিকার বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট এটিও বলে বসেছেন যে, অমুক দেশ যদি আমাদের সঙ্গে যোগ না দেয়, তবে আমরা জোরপূর্বক তাদের সম্পদ করতলগত করব এবং তাদেরকে আমাদের গ্যাংভুক্ত করে ছাড়ব। যে-সব দেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, স্যাংশন আরোপ করা হয়।

কিছুদিন পূর্বে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সাহসিকতার সঙ্গে বলেছিলেন— ‘আমরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না এবং আমাদের বিমান ঘাঁটিও ব্যবহার করতে দেবো না’। তখন তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়— ‘আমেরিকা তোমাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে’। এভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে ও অন্যায়াভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে বিভিন্ন দেশ এবং দেশের মানুষকে তাদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। এভাবে তো ন্যায্যনীতির কবর রচিত হয়। আর যখন ন্যায্যবিচার থাকে না তখন ধ্বংস নেমে আসে এবং এমন ভয়ংকর ফলাফল প্রকাশ পায় যা এখন দেখা যাচ্ছে, বরং এর চেয়েও ভয়াবহ ও ভীতিকর ফলাফল ভবিষ্যতে দেখা দেবে। কিছুদিন আগে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে তাদের একজন স্প্যানিশ নারী সাংসদ খুব স্পষ্টভাবে বক্তব্য দিয়ে বলেছেন— ‘আমেরিকার কোনো যুদ্ধের ফলে নারীরা কখনও স্বাধীনতা পায় নি’। তিনি একজন নারী হিসেবে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, এটি আমেরিকানদের একটি মিথ্যাসর্বস্ব দাবি যে, আমরা ইরানের নারী-স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি। এর মাধ্যমে কখনও ইরানি নারীরা স্বাধীনতা পাবে না বরং আমেরিকা কখনও কোনো নারীর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে নি এবং কাউকে স্বাধীনতা দিতেও সক্ষম হয় নি। যাহোক, সারকথা হলো এই দেশগুলোতে যদিও আগে থেকেই বলা যায় আমেরিকার অনেকটা আধিপত্য ছিল, এখন এতে প্রকাশ্যে ইসরাঈলকে যুক্ত করে সেই আধিপত্যকে আরও সুদৃঢ় করা হচ্ছে।

আরব ও ইসলামী দেশগুলো
একথা বোঝে না- বলপ্রয়োগ,
ভয়ভীতি এবং দাজ্জালী কৌশলে
আমাদের এমন এক জালে ফাঁসিয়ে
দেওয়া হচ্ছে যেখানে আমরা নিজেরাই
একটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করব। মুসলমানদেরকে মুসলমানদের
বিরুদ্ধে লড়ানো হচ্ছে। এখন রাশিয়া
ও চীনও জোট গঠন করেছে। আর এটি
তো স্পষ্ট, যে-সব জোট তৈরি হচ্ছে,
ভবিষ্যতে এগুলো আরও বিস্তৃত হবে
এবং এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষণ প্রকাশ পেতে
থাকবে এগুলো আরো দৃঢ়তা লাভ
করবে। ইসলামী বিশ্ব এখন যুদ্ধক্ষেত্র,
কারণ তাদের কাছে এমন সম্পদ
রয়েছে যা এসব পরাজয় দখল করতে
চায়। হায়! মুসলমানরা যদি এই
বিষয়টি বুঝত এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয়
দিত! আমেরিকা ও তার সহযোগী
বলছে- ইরানের অমুক অভিসন্ধির
একারণে আমরা তাদের হামলা
করেছি। যদি সে এটি করত তবে
এমনটি হয়ে যেত। পারমাণবিক বোমা

তৈরি করে ফেলত বা অমুক ঘটনা ঘটে যেত। শুধু একটি ধারণার ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু
করে দেওয়া হয়েছে। এটি তো আদ্যোপান্ত একটি জবরদস্তিমূলক কথা। এখন তো
খোদ পশ্চিমা বিশ্লেষকরাও বলতে শুরু করেছেন, ইরানকে ধ্বংস করা বা তার সঙ্গে
যুদ্ধ করা এতটা সহজ নয়, যতটা তারা ভাবছিল। ইরান একটি বড়ো ও বিস্তীর্ণ দেশ।
তারা কিছুটা হলেও শক্তি রাখে আর এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। যদিও বৈশ্বিক
অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব পড়বে, কিন্তু মুসলিম বিশ্বের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব
হবে অনেক বেশি। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, এতে মুসলমানই মুসলমানের

কিছুদিন পূর্বে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী
সাহসিকতার সঙ্গে বলেছিলেন-
‘আমরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব
না এবং আমাদের বিমান ঘাঁটিও
ব্যবহার করতে দেবো না’। তখন
তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়-
‘আমেরিকা তোমাদের সঙ্গে
বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে’।

এভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে ও
অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে
বিভিন্ন দেশ এবং দেশের মানুষকে
তাদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করা
হয়। এভাবে তো ন্যায়নীতির কবর
রচিত হয়। আর যখন ন্যায়বিচার
থাকে না তখন ধ্বংস নেমে আসে
এবং এমন ভয়ংকর ফলাফল প্রকাশ
পায় যা এখন দেখা যাচ্ছে, বরং এর
চেয়েও ভয়াবহ ও ভীতিকর
ফলাফল ভবিষ্যতে দেখা দেবে।

আরব ও ইসলামী দেশগুলো একথা বোঝে না— বলপ্রয়োগ, ভয়ভীতি এবং দাজ্জালী কৌশলে আমাদের এমন এক জালে ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেখানে আমরা নিজেরাই একটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ানো হচ্ছে। এখন রাশিয়া ও চীনও জোট গঠন করছে। আর এটি তো স্পষ্ট, যে-সব জোট তৈরি হচ্ছে, ভবিষ্যতে এগুলো আরও বিস্তৃত হবে এবং এর অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকবে। এগুলো আরো দৃঢ়তা লাভ করবে। ইসলামী বিশ্ব এখন যুদ্ধক্ষেত্র, কারণ তাদের কাছে এমন সম্পদ রয়েছে যা এসব পরাশক্তি দখল করতে চায়। হায়! মুসলমানরা যদি এই বিষয়টি বুঝত এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত!

রক্ত ঝরাচ্ছে। মুসলমানদের আল্লাহ্ তা'লার শান্তির ভয় করা উচিত। শত শত শিশু হত্যা করা হয়েছে, শত শত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেক কলাম-লেখক এখন লিখছেন— ইসরাঈল, আমেরিকা বা অন্য কোনো পশ্চিমা দেশে যদি আক্রমণ হয় এবং আমাদের কয়েকজন শিশু মারা যায়, তাহলে সংবাদপত্রে কলামের পর কলাম লেখা হয় এবং দিনের পর দিন লেখা অব্যাহত থাকে। কিন্তু এখানে (তথা ইরানে) একটি স্কুলে বোমা হামলা করে শত শত শিশুকে হত্যা করা হল, কিন্তু সেখানে টু-শব্দটি করারও কেউ নেই। প্রথমে ফিলিস্তিনে এই ঘটনা ঘটিয়েছে আর এখন ইরানেও একই ঘটনা ঘটছে। মনে হয় যেন তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানের জীবনের কোনো মূল্যই নেই।

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের শুভবুদ্ধি দিন যাতে তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় এবং পরস্পর মিলেমিশে বসে সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে। তারা যেহেতু তওহীদে বিশ্বাসী হবার দাবি করে তাই তাদের উচিত

তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া। অকারণে দোষারোপ করে ঝগড়া সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু একথা বলে দেওয়া যে, অমুকের বিশ্বাসের কারণে ঝগড়া বাড়াচ্ছে! এটি সঠিক যে, অনেক সময় আকীদার কারণেও ঝগড়া হয়, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তার পেছনে এটিও একটি কারণ; অথচ মহানবী (সা.) এত সতর্ক এবং এত দয়াদ্রুচিত ছিলেন যে, সাহাবীরা কখনও কখনও তাঁর

সামনে বলতেন- অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। তখন তিনি (সা.) বলতেন, যতক্ষণ সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ে, আমি তাকে কিছু বলতে পারি না এবং তোমরাও তাকে মুনাফিক বলো না।

অতএব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাগড়া করা আসলে নিজেদেরই ক্ষতি করার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম বিশ্বকে এক্ষেত্রেও বিবেক খাটানোর তৌফিক দিন। এখনও সময় আছে- তাদের বিষয়টি বুঝতে হবে। শুধু আকীদাগত মতভেদের কারণে ইরানের বিরোধিতা করা উচিত নয়। তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম (পৃথিবীতে) এসেছে তাই তওহীদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। পরাশক্তিগুলোকে নিজেদের খোদা জ্ঞান করবেন না, কারণ চিরস্থায়ী ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই। এই পরাশক্তিগুলোকেই যদি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়, তাহলে এরা একে একে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে নিজেদের দখল কায়ম করবে এবং নামেমাত্র যে সরকারগুলো রয়েছে, সেগুলোও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

অতএব এখনও সময় আছে, সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিনত হোন। এসব জগৎপূজারি পৃথিবীর শান্তি ও স্থিতি বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের শান্তি ধ্বংস করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

প

বিদ্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন-

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِي إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥ [সূরা আল-হুজুরাত (৪৯): ১০]

অর্থাৎ যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দাও। সন্ধি হবার পর যদি তাদের মধ্যে একটি দল যদি অন্যটির ওপর আক্রমণ করে, তবে সবাই মিলে সেই আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো- যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশের দিকে ফিরে আসে, তাহলে ন্যায়ের সঙ্গে বিবদমান উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা করো এবং ন্যায়বিচারকে সামনে রাখো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

অতএব এটিই সেই চিত্র ও নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি- যা পৃথিবীর শান্তির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের এটি মেনে চলা উচিত কারণ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এই স্পষ্ট নির্দেশ তাদের প্রদান করেছেন। তাই ন্যায় ও ইনসাফের দাবি পূর্ণ করণ। ইসলামী দেশগুলোর যে সংগঠন রয়েছে, তাদেরও এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা উচিত। এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত— মীমাংসা করানোর সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ সামনে রাখা যাবে না, বরং সমস্যার মূল কারণ কী— তা নির্ণয় করতে হবে। তবে বর্তমানে (সংঘাতের) কারণগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট আর তা হলো, দাজ্জালী শক্তিগুলো আমাদেরকে লড়াতে চায়। জাতিসংঘ (ইউএন) ইত্যাদি সংস্থাগুলো কোনো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে নি। বরং এখন এরা নিজেরাই এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে। আমরা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এবং নিজেদের জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে কাজ করি, তবেই আমরা রক্ষা পাব। অন্যথায় আমরা এই দাজ্জালী শক্তিগুলোর ক্রীড়নকে পরিণত হবো। অতএব সব মুসলিম দেশের একত্রে বসে আলোচনা করা উচিত।

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা উক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন—

إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْدَحُوايَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

[সূরা আল-হুজুরাত (৪৯): ১১]

অর্থাৎ মুমিনরা তো (পরস্পর) ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে— যারা পরস্পর বিবদমান— সন্ধি স্থাপন করো এবং আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করো, যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়।



ইরানের রাজধানী তেহরানে মার্কিন-ইসরাইলি হামলার পর তেলের ডিপোতে আগুন জ্বলছে এবং ধোঁয়া উঠছে

মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলেও, যেমন বলা হয়— ইরান ও কিছু আরব দেশের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, অথবা অন্য মুসলিম দেশগুলোর মধ্যেও মতভেদ রয়েছে; এমন ক্ষেত্রেও তাদের স্মরণ রাখা উচিত, তাদের পারস্পরিক মূল সম্পর্ক হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের। ছোটোখাটো (আকীদাগত) বিবাদ এই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পদদলিত করার কারণ হওয়া উচিত নয়। মুসলিম দেশগুলোর বিশেষভাবে এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। অন্যথায় যেমন আমি বলেছি— ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো এর সুযোগ গ্রহণ করবে।

অতএব আরব দেশগুলো ও ইরানের উচিত, তারা যেন শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বের করে। চীন ও অন্য কিছু দেশ যাদের মধ্যে পাকিস্তানও রয়েছে, সমঝোতার উদ্দেশ্যে ভূমিকা রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। হায়! মুসলিম বিশ্ব যদি এই বিষয়টি বুঝতে পারত! আল্লাহ তা'লা তাদেরকে বিবেক দান করুন।

যাহোক, বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য এবং নিরপরাধ লোকদের জন্য দোয়া করা আমাদের কর্তব্য। রমযান মাসে শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে দোয়া করবেন না বরং বিশেষভাবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে বিবেক দান করুন, যাতে পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মুসলমান যেন মুসলমানের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকে।



ইরানে আহতদের প্রাণ বাঁচানোর আশ্রয় চেষ্টা করছে উদ্ধারকর্মীরা

এরা নিজেদের মাঝে যুদ্ধ করে, অন্যায়ভাবে একে অপরকে হত্যা করে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধের পাত্র হচ্ছে। এমন লোকেরা শুধু এই পৃথিবীতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বরং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং এর জন্য আমাদের বিশেষভাবে দোয়া করা দরকার। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে দোয়া করার সৌভাগ্য দান করুন।

এরপর হুযূর (আই.) তিনটি জানাযায়ে গায়েবের ঘোষণা দেন ও সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করে খুতবা শেষ করেন।

[মরক্কী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত]

অতএব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা আসলে নিজেদেরই ক্ষতি করার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম বিশ্বকে এক্ষেত্রেও বিবেক খাটানোর তৌফিক দিন। এখনও সময় আছে— তাদের বিষয়টি বুঝতে হবে। শুধু আকীদাগত মতভেদের কারণে ইরানের বিরোধিতা করা উচিত নয়। তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম (পৃথিবীতে) এসেছে তাই তওহীদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। পরাশক্তিগুলোকে নিজেদের খোদা জ্ঞান করবেন না, কারণ চিরস্থায়ী ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই।

Unity and Prayers: The Shield of The Ummah

(A part of the Friday Sermon, 06 March 2026)

On March 06, 2026, from the Mubarak Mosque in Islamabad, Tilford (UK), Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V (aba), delivered a landmark Friday Sermon addressing the grave geopolitical crisis. His Holiness(aba) said that he has been giving warnings for quite some time regarding the current state of the world. Previously, it was thought that the Western or European nations would become the cause of such precarious circumstances, and while they are indeed, it is also true that Muslim nations have also contributed to the current state of affairs in the world. It was the Western nations which stirred discord in the Muslim nations, which then spread from one country to the next. It is clear that these Western nations seek to obtain the means found in these Muslim lands and bring them under their control.

His Holiness(aba) said that it is said regarding the current war in the Middle East that it was initiated by the US attacking Iran. However, Iran had clearly warned that if they were attacked, then they would strike the US bases in Arab countries. The US proceeded to attack Iran, destroy their livelihood, kill innocent people and kill their spiritual leader.

His Holiness(aba) prayed that may Allah grant wisdom to the Muslim world; Islam came to establish the Unity of God. His Holiness(aba) said that even if there is discord or a dispute between two Muslim countries, then they must remember that they are, at their core, brothers; and petty disputes must not undo this brotherhood. The Muslim world must pay special heed to this, otherwise anti-Islam forces will take advantage. Finally we can say that—

**“Unity and Prayers:
The Shield of The Muslim Ummah”**

© *Islam International Publications Ltd., U. K.*

ISBN: 978-984-991-299-6



9 7 8 9 8 4 9 9 1 2 9 9 6